

ধেয়ে আসছে ফিতনা : ১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদিসে বর্ণিত

# ধেয়ে আসছে ফিতনা

প্রকাশনায়

**পথিক প্রকাশন**

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই .....	৮৭
ফিতনা সামনে এসে পড়লে করণীয় .....	৮৯
নিজের সম্পদ ও পরিবার রক্ষার্থে লড়াইয়ের ফজিলত .....	৯০
ফিতনার সময়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা.....	৯২
ফিতনা চলাকালীন ঘরে অবস্থান.....	৯৪
ফিতনার সময়ে দ্বীন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা .....	৯৯
মুমিন নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণ, সম্পর্কচ্ছেদ, ও দোষারোপ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি .....	১০১
ফিতনার সময়ে অস্ত্র ও যুদ্ধের বাহন বিক্রি.....	১১৪
ফিতনার সময় ফিতনাবাজদের নিকট ক্রয়বিক্রয় .....	১১৫
ফিতনা থেকে পলায়ন.....	১১৬
ফিতনার সময়ে আমলের ফজিলত .....	১২০
ফিতনার সময়ে কথা বলার খারাবি.....	১২১
সংবাদ জিজ্ঞেস করা, তবে কাউকে না বলা .....	১২৩
ফিতনার সময়ে কবরবাসীদের ওপর ঈর্ষা ও মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা .....	১২৪
ফিতনার সময় নিয়ত ও সম্পদ উপার্জন.....	১২৭
কুরাইশের কিছু যুবকের হাতে উম্মাহর ধ্বংস .....	১২৯
নেতৃত্ব কুরাইশদের অধিকার.....	১৩১
নেতা না থাকলে করণীয় .....	১৩৭
কালের দুর্বিপাক ও মানুষের অবস্থার পরিবর্তন .....	১৪০
পূর্ববর্তী মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের নীতিরীতির অনুসরণ .....	১৪৮
শেষ জমানার ভয়াবহতা ও দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা.....	১৫১
সময়ের নিকটবর্তিতা ও দ্রুত অতিবাহিত হওয়া.....	১৫৯
সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতি.....	১৬১
নির্বোধ মানুষের আধিক্য .....	১৬৫
উম্মতের উৎকৃষ্ট লোকদের বিদায় ও নিকৃষ্ট লোকদের বাকি থাকা.....	১৬৮
ইলম ও আলিমদের বিলুপ্তি.....	১৭০
কুরআন উঠিয়ে নেওয়া .....	১৭৪

আমানত ও সালাতের বিলুপ্তি .....	১৭৬
বিনয়ের বিলুপ্তি .....	১৭৭
হৃদ্যতার বিলুপ্তি .....	১৭৮
বিদআত ও গোমরাহির প্রকাশ এবং সুন্নাহর বিদায় .....	১৮০
অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা ও তার বিদায় .....	১৮৮
ফিতনার সময়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধার বিচ্ছৃতি .....	১৯১
শাসকের কারণে জমানার কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণ .....	১৯৬
মন্দের মাত্রা বৃদ্ধি .....	১৯৭
আলিমদের হত্যা .....	১৯৮
বিভিন্ন যুগ ও যুগের লোকদের বিপর্যয় .....	১৯৯
ব্যাপকভাবে গুনাহের কারণে আজাব-মুসিবত অবতরণ .....	২০৯
ভূমিধস, পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিকম্প .....	২২৪
প্লেগ মহামারি .....	২৩০
প্লেগ থেকে পলায়ন .....	২৩৩
হক দলের অস্তিত্ব .....	২৩৪
কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ও তার নিকটবর্তিতা .....	২৪২
কিয়ামতের আকস্মিক আগমন .....	২৪৬
ইলমের বিদায় ও মূর্খতার প্রসার .....	২৪৯
সময় নিকটবর্তী হওয়া .....	২৫০
আকাশচুম্বী স্থাপনা নির্মাণ .....	২৫১
আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা .....	২৫২
চাঁদ বড় দেখা যাওয়া .....	২৫৩
মন্দের উত্থান, পুণ্যবাদের পতন .....	২৫৫
নিকৃষ্টদের ওপর কিয়ামতের আগমন .....	২৫৯
নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস .....	২৬০
মসজিদগুলো সুসজ্জিত ও কারুকার্যমণ্ডিত হওয়া .....	২৬২
ইসলামের বিদায় ও মূর্তিপূজার সূচনা .....	২৬৪
কিয়ামতের নিদর্শন, প্রমাণাদি ও আলামত .....	২৭০

আবি জামানাইন রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ কাবিসি রহ. প্রমুখ।

আর কিরাআতের উসতাদদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবুল হাসান তাহির বিন গালবুন রহ., ইমাম আবুল ফাতহ ফারিস বিন আহমাদ জারির রহ., ইমাম আব্দুল আজিজ বিন জাফর বিন খাওয়াসতি রহ., ইমাম খালাফ বিন ইবরাহিম বিন খাকান মিশরি রহ., ইমাম আবু মুসলিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ রহ., ইমাম আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নাজ্জাদ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ উবাইদুল্লাহ বিন সালামা বিন হাজাম রহ., ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবু আন্দ্রির রহমান মুসাহিফি রহ. প্রমুখ।

### ছাত্র ও শিষ্যগণ

হাদিস ও কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। তন্মধ্যে হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, তাঁর পুত্র ইমাম আবুল আব্বাস রহ., ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আবুল কাসিম নাজাহ রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন আব্দুর রহমান বিন দূশ রহ., ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া বিন আবু জাইদ বিন বাইয়াজ রহ., ইমাম আবুজ জাওয়াদ মুফাররিজ ইকবালি রহ., ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন মুফাররিজ বাতালইয়াওসি রহ., ইমাম আবু বকর বিন ফাসিহ রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুজাহিম রহ., ইমাম আবু আলি হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন মুবাশশির রহ., ইমাম আবুল কাসিম খালফ বিন ইবরাহিম তুলাইতুলি রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ফারাজ মুগামি রহ., ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আলি রহ., ইমাম আবু তামাম গালিব বিন উবাইদুল্লাহ কাইসি রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সুউদ দানি রহ., ইমাম খালফ বিন মুহাম্মাদ আনমারি বিন উরাইবি রহ. প্রমুখ।

### আলিমদের প্রশংসা ও মূল্যায়ণ

- ইমাম মাগামি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন মুজাবুদ দাওয়াত (যার দুআ কবুল করা হয় এমন ব্যক্তি)। আর মাজহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন মালিকি মাজহাবের অনুসারী।
- ইমাম হুমাইদি রহ. বলেন, তিনি অধিক পরিমাণে হাদিস বর্ণনাকারী ও অগ্রগণ্য একজন কারি ছিলেন।

- ইমাম আবুল কাসিম বিন বাশকাওয়াল রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল কুরআন, রিওয়ায়াতুল কুরআন, তাফসির, তাজবিদ ও ইরাবের ব্যাপারে ইমাম ও বড় পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ সবগুলো বিষয়ে তিনি চমৎকার সব পুস্তিকা রচনা করেছেন। এছাড়াও হাদিসের মতন, সনদ ও আসমাউর রিজালের ক্ষেত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তিনি ছিলেন প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন ও ইলম সংরক্ষণকারী। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীনদার, আল্লাহতীর্ক ও সুন্যাহর অনুসারী।
- ইমাম ইবনে উবায়দুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন হাফিজুল হাদিস। তাঁর সম্পর্কে কিছু আলিমের মন্তব্য এমন যে, তাঁর সময়কালে এবং পরবর্তীকালেও তাঁর অনুরূপ বিশেষজ্ঞ ও স্মরণশক্তির অধিকারী কাউকে দেখা যায়নি। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি (ইলম বিষয়ক) যা-ই দেখতাম, তা লিপিবদ্ধ করে নিতাম। আর যা-ই লিখতাম, তা মুখস্ত করে নিতাম। আর কখনো এমন হয়নি যে, আমি যা মুখস্ত করেছি, পরে তা ভুলে গেছি। তাঁকে সালাফদের কথা ও আসার সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এসংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে, সব বর্ণনা পুরো সনদ সহকারে বলে দিতেন। (ইমাম ইবনে উবায়দুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন,) আমি বলব, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল হাদিস, তাফসির ও নাহসহ অন্যান্য ইলমে ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ইলমুল কিরাআত ও ইলমুল মাসাহিফের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছেন।

## গ্রন্থ ও রচনাবলি

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর রয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ ও রচনাবলি। তন্মধ্যে হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, (কিরাতে সাবআ বিষয়ে তিন খণ্ডের গ্রন্থ) জামিউল বায়ান ফিস সাবরি, আত-তাইসির, আল-ইকতিসাদ, ইজাজুল বায়ান, আত-তালখিস, আলমুকান্না' ফির-রাসমি, আল-মুহতাবি ফিল কিরাআতিশ শাওয়াজ, তাবাকাতুল কুররা, আল-উরজুজা ফি উসুলিদ দিয়ানা, আল-ওয়াকফু ওয়াল-ইবতিদা, আল-আদাদ, আত-তামহিদ ফি হারফিন নারফি', আল-লামাত ওয়ার-রাআত, আল-ফিতানুল কাযিনা, আল-হামজাতাইন, আল-ইয়াআত, আল-ইমালা, আল-মুহকাম ফিন-নুকাত, আল-মুফরাদাত,

নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম’, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহাব নজদি রহ. (মু. ১২০৬ হি.) এর ‘আহাদিসু ফিল-ফিতান ওয়াল-হাওয়াদিস’ ও শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তুআইজিরি রহ. (মু. ১৪১৩ হি.) এর ‘ইতহাফুল জামাআহ বিমা জাআ ফিল-ফিতানি ওয়াল মালাহিমি ওয়া আশরাতিস সাআহ’ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম আবু আমর উসমান বিন সাইদ আদ দানি রহ. (মু. ৪৪৪ হি.) এর সংকলিত ‘আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান’ এর সরল অনুবাদ। হাদিসের সংখ্যাধিক্য, অধ্যায়ের বৈচিত্র্য, বিন্যাসের সৌন্দর্য ইত্যাদি বিবেচনায় গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকার ও সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্যই উপকারী। তবে এর বেশিরভাগ বর্ণনাই -যেমনটি ফিতনাসংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য- দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও মাওজু। যদিও অন্যান্য গ্রন্থের বিবেচনায় এতে সহিহ ও হাসান হাদিসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মোটকথা, এ গ্রন্থটিতে সহিহ, হাসান, দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও জাল হাদিসসহ সব ধরনের হাদিসেরই বিপুল সমাহার ঘটেছে।

এসব মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য যেহেতু এ বিষয়ক সকল বর্ণনা কেবল একসাথে সংকলন করা, তাই তাঁরা এক্ষেত্রে হাদিসের মানের দিকটি খেয়াল করেননি। যেখানে যেটা পেয়েছেন, সব তাঁরা এক জায়গায় জমা করে দিয়েছেন। একজন মুহাদ্দিস বা হাদিসের ছাত্রের জন্য বিষয়টি সমস্যার না হলেও সাধারণ লোকদের জন্য এটা বেশ মুশকিলের। কেননা, তারা হাদিসের মান নির্ণয় করতে না পারায় এবং স্তরভেদে হাদিসের হুকুম না বুঝায় সব ধরনের হাদিসকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। অজ্ঞতাবশত সহিহ ও মাওজুকে একই মানের হাদিস ভেবে বসে। পরিত্যাজ্য হাদিসের বাস্তবায়নকেও নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই এসব হাদিসের মান উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু অনুবাদ প্রকাশ অনেক সময় বিভ্রান্তির উদ্রেক করে থাকে।

অনূদিত এ গ্রন্থটির টীকায় আমরা হাদিসগুলোর তাখরিজের পাশাপাশি বেশিরভাগ হাদিসের মানও উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা শাইখ আবু উমর নিজাল ইসা আবুশি হাফি.-এর সম্পাদনায় ‘বাইতুল আফকারিদাওলিয়্যা’ থেকে প্রকাশিত ‘আস-সুনানুল ওয়ারিদা’-এর নতুন সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছি। এতে শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. ও শাইখ আলবানি রহ.এর তাহকিককে সামনে রেখে বিভিন্ন হাদিসের মান নির্ণয় করা হয়েছে। তবে আমরা হাদিসের মানের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে তাঁদের হুকুম গ্রহণ করিনি। কোথাও হাদিসের ভিন্ন কোনো সনদ পেলে বা

ধেয়ে আসছে ফিতনা : ২০

মনে রাখতে হবে, এখানে বস্তুত হাদিসগুলোই মূল, ব্যাখ্যা তো নিজের বুকের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সংযোজন মাত্র। তাই ব্যাখ্যায় কোনো কমবেশি হলে তা হাদিসের প্রামাণ্যতায় কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

বইটিকে নির্ভুল করতে আমরা চেষ্টায় কোনো ক্রটি রাখিনি। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ইলমি দুর্বলতা, জাহালাত বা অসতর্কতাবশত কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো সচেতন পাঠকের নজরে বইয়ের কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা প্রকাশক সমীপে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করুন এবং এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারেকুজ্জামান

১৫/০৮/২০২০ ইং

## অনুবাদের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সমস্ত প্রশংসা, সম্মান আর মর্যাদা আল্লাহ তাআলার, যিনি এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন। সমস্ত গুণগান সেই মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে এমন রাসুলের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যাঁর উম্মতের মধ্যে একজন রাসুলও আছেন। যিনি আসমান থেকে নেমে এসে সমস্ত পৃথিবীকে দাজ্জালি ফিতনা থেকে মুক্ত করে জগৎকে আলোকিত করে তুলবেন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাব্যবস্থা।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম সেই রাসুলে আরাবির প্রতি, যিনি আমাদেরকে শেষ জমানায় সংঘটিত যাবতীয় ফিতনা সম্পর্কে অবগত করেছেন, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সেসময়ের করণীয় বিষয়েও আমাদের সবিস্তরে জানিয়েছেন। যিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বংশ হতে মাহদির আবির্ভাবের, যার হাত ধরে মুক্তি পাবে মানুষ সকল জুলুম-অনাচার থেকে এবং ফিরে যাবে সবাই ন্যায়-ইনসাফে পূর্ণ নতুন এক বিশ্বের দিকে।

### ফিতান

‘ফিতান’ শব্দটি ‘ফিতনা’ শব্দের বহুবচন। ফিতনা বলা হয়, যার দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দের অবস্থার প্রকাশ ঘটে। তাই ফিতনার অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই। যেমন বলা হয়, فتنت الفضة والذهب অর্থাৎ আমি সোনা ও রূপা যাচাই করলাম। এ অর্থেই পরশ পাথরকে ‘ফিতানা’ বলা হয়। কেননা, পরশ পাথর দিয়ে সোনার বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়। মোটকথা, ‘ফিতনা’ শব্দটিতে যাচাইয়ের অর্থ পাওয়া যায়।

ফিতনার আরও কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা : শিরক, পথভ্রষ্টতা, হত্যা, বাধা প্রদান, ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত, গুনাহ, অসুস্থতা, পরীক্ষা, ক্ষমা, নির্বাচন, শাস্তি, আগুনে দহন, মস্তিষ্কে বিভ্রাট ইত্যাদি। ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, ফিতনার মূল শাব্দিক অর্থ হলো, পরীক্ষা ও বিপদাপদ। তবে কুফরকেও ফিতনা বলা হয়; কারণ, বিপদাপদের সর্বশেষ গন্তব্য কুফরের দিকেই হয়।



## ফিতনার প্রকারসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَدِيدٌ  
الْعِقَابِ.

তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম, কেবল তাদের ওপরই আপতিত হবে না। (বরং সবাইকেই তা গ্রাস করে নেবে।) আর জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আল-আনফাল : ২৫)

এ আয়াতের আলোচনায় ইবনুল আরাবি রহ. ফিতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়। সুতরাং মানুষকে এখানে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এ ফিতনার কারণে আজাব শুধু তাকেই ধরবে না; বরং সবাইকেই তা গ্রাস করবে। যেমনটি ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সম্পদ ও সন্তানাদির ফিতনা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি হলো ফিতনা। যেমনটি বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।

তৃতীয়টি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ এমন সব বিপদাপদ, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। যেমনটি বলেছেন, হাসান বসরি রহ.।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে অসৎ কাজের ব্যাপারে চূপ থাকার ফিতনা অথবা তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয়টিই ভয়ংকর রোগ, যা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা যেসব ঘৃণ্য কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বাধা প্রদান করত না।'

আমাদেরকে ফিতনার বিষয়গুলো চিনিয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদিসে ফিতনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন আলামতের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন : আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত, রোম-পারস্য বিজয়, আরবের গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। আরও কিছু চলমান। যেমন : হারজ বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, জিনা-ব্যভিচারের প্রসার, আমানতের খিয়ানত, অযোগ্য

লোকদের নেতৃত্ব, অর্ধউলঙ্গ নারীদের চলাফেরা ইত্যাদি। আর কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে। যেমন : ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে তাতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাওয়া, মাহদির আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা আ.-এর অবতরণ ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আমাদের সমাজে কিছু আলিম আছে, ফিতনা বিষয়ক কোনো গ্রন্থের কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা বলতে শুরু করে, এ কিভাবে তো অনেক দুর্বল হাদিস রয়েছে। তাই এসব হাদিস মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করা যাবে না। এ ধরনের নানা কথা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বস্তুত এরা হয়তো অজ্ঞ নয়তো দুষ্টি। কেননা, একজন আলিম মাত্রই জানেন যে, ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর মাঝে সহিহ ও হাসানের তুলনায় দুর্বল হাদিসের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঠুনকো এ অজুহাতে আমাদের সালাফ এসব হাদিস সংকলন ও বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেননি। তাছাড়াও দুর্বল হাদিস হলেই যে তা ফেলে দিতে হবে, এমন কথাও তো কোনো মুহাদ্দিস বলেননি। বরং দুর্বল হাদিস থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় অর্জিত হয়। এসব হাদিসের বাস্তবায়ন পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও কমপক্ষে সতর্কতা তো অবলম্বন করা যায়। এমন নানামুখী উপকারের কথা বিবেচনা করেই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর সনদের ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছেন এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এসব হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে তারা কোনোরূপ বাধা দেননি।

আজ অন্যদেরকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করা তো দূরে থাক, নিজেরাই ফিতনা সম্পর্কে জানার তেমন কোনো গরজ অনুভব করি না। উল্টো কেউ এসব করতে গেলে অজ্ঞতাবশত তাকেই আমরা ফিতনাবাজ বলে গালি দিয়ে থাকি। অথচ ফিতনা সম্পর্কে অজ্ঞতা এটাও যে একটি ফিতনা, সে বিষয়ে আমাদের কোনো খবরও নেই। এভাবেই আমরা আজ বুঝে বা না বুঝে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফিতনার ভয়াবহতা ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন এবং সে অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফিতনার সকল উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার সুযোগ করে দিন।

[২] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে—সবই বর্ণনা করলেন। যে তা সংরক্ষণ করার সংরক্ষণ করল, আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেল।<sup>২</sup>

عَنِ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، فَأَعِدُّوا لِلْبِلَاءِ صَبْرًا.

[৩] আবু আবদি রাবিহ রহ. বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার মাঝে বিপদাপদ আর ফিতনা ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সুতরাং তোমরা সে বিপদাপদের জন্য ধৈর্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।<sup>৩</sup>

নোট : একটু লক্ষ করে দেখুন, বর্তমানে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, যখন বিপদ একটি ছাড়ে তো আরেকটি আসে; অথচ এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী, তা আমাদের অধিকাংশেরই জানা নেই। আগের আলোচনাতে আমরা বলে এসেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সাহায্যে কিরাম রা.কে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে কী হবে, তা বলে দিতেন এবং তখন মুমিনের করণীয় কী, সেটাও বাতলে দিতেন—আমরা আজ সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। এমন বিপদে মুমিনের ধৈর্যের মানসিকতা রাখতে হবে এবং নিজেকে ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত করতে হবে, এ ব্যাপারে আজ আমরা বেশিরভাগ মানুষই কিছু জানি না। বিপদে পড়ে আমরা মুখে কখন যে কী বলে ফেলি নিজেরাও বুঝে উঠতে পারি না। এতে অনেক সময় আমাদের ইমানই হুমকির মুখে পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইমানদার বান্দাদের ডেকে বলেন—‘হে ইমানদারগণ, তোমরা (বিপদে) সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করো।’ পৃথিবীতে আজ ফিতনার যে সয়লাব চলছে, যদি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ না থাকে, তাহলে ইমান রক্ষা করা অসম্ভব। তাই আমাদের সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ইমান রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং খুঁজে খুঁজে দ্বীনের সঠিক বিষয়গুলো জেনে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،

<sup>২</sup> সহিহুল বুখারি : ৬৬০৪; সহিহ মুসলিম : ২৮৯১

<sup>৩</sup> সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৫

وَأُعْطِيتُ الْكَزْبَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لَأُمْتِي أَلَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهَا عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي لَا أَهْلِكُكُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَفْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ يَأْفُطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَيَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضْلِينَ، وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৪] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যার কারণে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্তের সব দেখে নিয়েছি। আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যতদূর দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভান্ডার প্রদান করা হয়েছে—একটি লাল, আরেকটি সাদা। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করলাম, তিনি যেন তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে ধ্বংস করে না দেন এবং তাদের ওপর নিজেরা ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন। যারা তাদের মর্যাদাবানের মর্যাদাহানীকে বৈধ মনে করবে। আমার রব আমাকে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আর পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর নিজেদের ব্যতীত ভিন্ন কোনো শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদের সম্মানিতদের সম্মানহানীকে বৈধ মনে করবে; যদিও ভূখণ্ডের সবাই (সকল কাফির) একত্রও হয়, যতক্ষণ না তারা (মুসলমানেরা) নিজেরা নিজেদের বন্দী করে এবং তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে শুরু করে।’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পথদ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছি। আমার উম্মতের মাঝে যদি একবার তলোয়ার উত্তোলন হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা অবনমিত হবে না।<sup>৪</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ قَرِيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّى

<sup>৪</sup> সহিছ মুসলিম : ২৮৮৯; সুনানুত তিরমিজি : ২১৭৬

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَأَثَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنْهُ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ : دَعَا بِأَنْ لَا يَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُهْلِكُهُم بِالسِّنِينَ فَأُعْطِيَهُمَا، وَدَعَا أَلَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمُنِعَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقْتَ، فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৫] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবির বিন আতিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. আনসারদের একটি গ্রাম বনি মুআবিয়াতে আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন, তুমি কি বলতে পারো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের এ মসজিদের কোথায় সালাত আদায় করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে এক দিকে ইঙ্গিত করে দেখালাম। তিনি বললেন, তুমি কি বলতে পারো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কোন তিনটি বিষয়ের দুআ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বিষয়গুলো জানাও। আমি তাকে বললাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, ‘তাদের ওপর তিনি যেন তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন এবং তাদেরকে যেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করে না দেন।’ এ দুটি বিষয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হয়েছে।) আর তিনি আরেকটি বিষয়ে দুআ করেছেন যে, তাদের নিজেদের মাঝে যেন সংঘাতে না জড়ায়, কিন্তু এটা তাঁকে দেওয়া হয়নি (অর্থাৎ তাঁর এ দুআটি কবুল করা হয়নি)। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বললেন, তুমি সত্য বলেছ। সুতরাং (নিজেদের মাঝে) মারামারি ও সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত থেকেই যাবে।<sup>৫</sup>

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبُغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَةٍ، وَلَا يَلْبِسُهُمْ شَيْعًا، وَلَا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ، إِنِّي أُعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ

[৭] আমির বিন সাদ রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করলেন। যখন তিনি বনি মুআবিয়ার একটি মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সেখানে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি তাঁর রবের কাছে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দুআ করলেন। এরপর ফিরে বললেন, আমি আমার রবের নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। আমাকে দুটি দান করেছেন এবং তৃতীয়টি দান করেননি। আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে প্লাবন দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে দুআ করলাম, তারা পরস্পরে যেন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু আমাকে তিনি এটা দান করেননি (অর্থাৎ আমার এ দুআটি কবুল করেননি)।<sup>৭</sup>

ابْنُ شَهَابٍ، قَالَ : كَانَ حَبَابُ بْنُ الْأَرْتِّ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا ﷺ حَتَّى كَانَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ مَحْوَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلٌ إِنَّهَا صَلَاةٌ رَغِبٍ وَرَهْبٍ، سَأَلْتُ رَبِّي فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ، فَأَعْطَانِي مِنْهُنَّ ثِنْتَيْنِ، وَمَنْعَنِي الثَّالِثَةَ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا يُهْلِكُ الْأُمَّمَ قَبْلَنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُظْهَرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُلْقِي بَيْنَنَا سَيْفًا، فَمَنْعَنِيهَا.

[৮] ইবনে শিহাব জুহরি রহ. বলেন, খাব্বাব বিন আরত রা. ছিলেন বনি জুহরার একজন কৃতদাস—যিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত পড়ছিলেন, আর তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এভাবে ফজরের সময় ঘনিয়ে এল। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত ফেরালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আজ আপনি এমন সালাত আদায় করলেন, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে কখনো করতে দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এটা ছিল ভয় ও প্রত্যাশা-মিশ্রিত এক সালাত। আমি এতে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি, যা